সহজ বাংলা'য় বাংলা লিখার নিয়মাবলী:

	Direct	Use 'x'		Direct	Use 'x'		Direct	Use 'x'
ক	k	k	ট	T	tx	প	p	p
খ	kh, K	kx	ঠ	Th	thx	ফ	P, ph, f, F	px
গ	g	g	ড	D	dx	ব	b, W	b
ঘ	gh, G	gx	ঢ	Dh	dhx	ভ	B, bh	bx
ঙ	Ng	mx, ngx	ণ	N	nx	ম	m, M	m
চ	c, ch	c, ch	ত	t	t	য	J	jx
ছ	C, Ch, chh	cx, chx	থ	th	th	র	r	r
জ	j	j	দ	d	d	ল	l, L	l
ঝ	jh	jxx	ধ	dh	dh	হ	h, H	h
ঞ	NG	nxxx	ন	n	n			

	Direct	Use 'x'		Direct	Use 'x'		Direct	Use 'x'
শ	sh, S	sx	অ	o	o	ব-ফলা	w	w
ষ	Sh	sxx, shx	আ (কার)	a, A	a	য-ফলা	y	y
স	s	s	ই (কার)	i	i	র-ফলা	r	r
ড়	R	rx	ঈ (কার)	I	ix	রেফ	rr	rr
ঢ়	Rh	rxx	উ (কার)	u	u	হসন্ত		,x
			ঊ (কার)	U	ux	। (দাড়ি)	.	.
য়	y,Y	y	ঋ (কার)	rri	rri	: (কোলন)		:x
ৎ		txx	এ (কার)	e, E	e	. (ডট)		.x
ং	ng	ng	ঐ (কার)	OI	oxx	^ (ক্যাপ)		^x
ঃ	:	:	ও (কার)	O	ox	৳ (টাকা)	$	$
ঁ	^	nxx	ঔ (কার)	OU	oxxx	$ (ডলার)		$x

১. একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ পরপর লিখলে যুক্তাক্ষর তৈরী হবে। যুক্তাক্ষর না চাইলে ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে o টাইপ করুন। ব্যঞ্জনবর্ণের পরে আ-কার, ই-কার অথবা অন্য কোন স্বরধ্বনি লিখলে o টাইপ করার প্রয়োজন হবে না।
উদাহরণ: কিন্তু(kintu), কিন্তাম(kintam), কিনতাম(kinotam), বল্লম(bollom), বল্লাম(bollam), বললাম(bololam), আস্লাম(aslam), আসলাম(asolam), আসল(asol)

২. অনাকাঙ্খিত যুক্তাক্ষর চলে আসলে, তার পরপরই অথবা পরে কোন সময় যুক্তাক্ষরের ডানপাশে কার্সার এনে q টাইপ করুন। তাহলে, সেই যুক্তাক্ষর স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে আসবে। q টাইপ করে যুক্তাক্ষর থেকে স্বাভাবিক আকৃতিতে , স্বাভাবিক আকৃতি থেকে যুক্তাক্ষরে পরিবর্তন করা যায়। যখন q ব্যবহার করা হয়, তখন কার্সারের বামদিকে শব্দের ভিতর প্রথম যে যুক্তাক্ষর (অথবা পাশাপাশি দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ) থাকে তার (তাদের) আকৃতি পরিবর্তন হবে।
উদাহরণ: কিন্তাম(kintam) থেকে কিনতাম(kintqam, kintaqm, kintamq), বল্লাম(bollam) থেকে বললাম(bollqam, bollaqm, bollamq), আস্লাম(aslam) থেকে আসলাম(aslqam, aslaqm, aslamq)

৩. ব্যঞ্জনবর্ণের পর স্বরধ্বনি লিখলে আ-কার ই-কার তৈরী হবে। আ-কার ই-কার না চাইলে ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে o টাইপ করুন।
উদাহরণ: বিবৃতি(bibrriti), একি(eki), একই(ekoi)

৪. অনাকাঙ্খিত আ-কার ই-কার চলে আসলে, তার পরপরই অথবা পরে কোন সময় আ-কার ই-কার এর ডানপাশে কার্সার এনে v টাইপ করুন। তাহলে, সেই আ-কার ই-কার স্বাভাবিক আকৃতিতে ফিরে আসবে। v টাইপ করে স্বরধ্বনিকে স্বাভাবিক আকৃতি থেকে আ-কার ই-কার , আ-কার ই-কার থেকে স্বাভাবিক আকৃতিতে পরিবর্তন করা যায়। যখন v ব্যবহার করা হয়, তখন কার্সারের বামদিকে শব্দের ভিতর প্রথম যে স্বরধ্বনি থাকে তার আকৃতি পরিবর্তন হবে।
উদাহরণ: একি(eki) থেকে একই(ekiv)

৫. ব-ফলা, য-ফলা, র-ফলা লিখতে চাইলে ব্যঞ্জনবর্ণের পরে এবং আ-কার ই-কার এর আগে লিখুন।
উদাহরণ: উদ্বেগ(udweg), ব্যাকরণ(byakoronx), ব্রত(broto)

৬. চন্দ্রবিন্দু লিখতে চাইলে ব্যঞ্জনবর্ণ এবং আ-কার ই-কার এর পরে লিখুন।
উদাহরণ: চাঁদ(chanxxd, cha^d)

৭. রেফ লিখতে চাইলেব্যঞ্জনবর্ণের আগে লিখুন।

উদাহরণ: বর্ম(borrmo)

৮. Y ব্যবহার করে যেকোন সময় 'য়' লিখা যাবে। H ব্যবহার করে যেকোন সময় 'হ' লিখা যাবে।
উদাহরণ: ব্যা(bya), বয়া(bYa), বয়া(boya), খ(kh), কহ(kH)

৯. X লিখার পর স্বরবর্ণ লিখলে তা আ-কার ই-কার এর আকৃতিতে আসবে (ব্যতিক্রম: ঋ)। উদাহরণ: বল(bolo) শব্দটি লিখে ফেলার পর 'ল'এর সাথে ই-কার যোগ করতে চাইলে (boloXi)। v ব্যবহার করেও একই কাজ করা যায়।
উদাহরণ: boloiv

১০. x ব্যবহার করে কাছাকাছি উচ্চারণের অক্ষর একটা থেকে আরেকটায় পরিবর্তন করা যায়। অক্ষর লিখার পরপরই x ব্যাবহার করতে হবে।
উদাহরণ: খেলা (kxela), ঢাকা(dhxaka), ব্রহ্মপুত্র(bromxxoputro), জ্ঞান(gxxan), কোনদিন(koxnodin), মৌচাক(moxxxchak)

x ব্যবহার করে পরিবর্তনযোগ্য অক্ষরের তালিকা:

অ ও ঐ ঔ	ো ৈ ৌ	ং ঙ ঙ্গ	দ ড	স শ ষ
ই ঈ ঐ	ি ী ৈ	চ ছ	ধ ঢ	(। দাড়ি) (. ডট)
উ ঊ ঔ	ু ূ ৌ	জ য ঝ	প ফ	(, কমা) (্ হসন্ত)
এ ঐ ঔ	ে ৈ ৌ	ন ণ (ঁ চন্দ্রবন্দু) ঞ	ব ভ	(ঃ বিসর্গ) (: কোলন)
ও ঐ ঔ	ো ৈ ৌ	ত ট ৎ	ম ঙ ক্ষ	(ঁ চন্দ্রবিন্দু) (^ ক্যাপ)
ক খ ক্ষ	গ ঘ জ্ঞ	থ ঠ ৎ	র ড় ঢ়	(৳ টাকা) ($ ডলার)